নতুন বিনিয়োগ
নতুন পরিকাঠামো
নতুন কর্মসংস্থান
রাজ্যজুড়ে শিল্পায়নে
নতুন গতি

একসময় বলা হতো পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। আজ চিত্রটা সম্পূর্ণ বিপরীত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিনিয়োগের ব্যাপারে কতটা আন্তরিক দেশে বিদেশে সেই বার্তা পৌঁছে গেছে। ১৯৯১ সাল থেকে ২০05 সালের শেষে বিনিয়োগকারী বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের সংখ্যা বিপুলভাবে বেড়েছে। সাফল্য এসেছে বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে, যেমন লোহা, ইস্পাত, কেমিক্যাল, প্লাস্টিক, কৃষিভিত্তিক শিল্প আর তথ্যপ্রযুক্তি। গড়ে উঠেছে শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্যে দৃঢ় পরিকাঠামো। একই সঙ্গে চামড়া, হ্যান্ডলুম, হোসিয়ারী, তৈরি পোষাক, রেশম—এই ধরনের শিল্প ক্ষেত্রেও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, কারণ এখানেই কর্মসংস্থান হবে বেশি। ভোগ্যপণ্য বিপণনে জোয়ার এসেছে এরাজ্যে। রাজ্য জুড়ে শিল্পায়নের সম্ভাবনা রূপায়িত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে বাস্তবায়িত বিনিয়োগের ভিত্তিতে শিল্প উৎপাদনের সূচকের বৃদ্ধি, যা সর্বভারতীয় পরিস্থিতির থেকে অনেক উঁচুতে। সব রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি তৃতীয় বৃহত্তম। দেশে প্রধান শিল্পোদ্যোগীদের পাশাপাশি বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে বিনিয়োগকারীরা এরাজ্যে আসছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কৃষি সভ্যতার ধারক,
শিল্প সভ্যতার বাহক

কৃষি আমাদের ভিত্তি শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ

শিল্পায়ন এবং সবুজায়ন বা কৃষি সব সময়েই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। একে অন্যের পরিপূরক। কৃষি উন্নত ভবিষ্যতের কাণ্ডারী। শিল্পসমৃদ্ধ দেশের প্রতিনিধি। গ্রাম ও শহরের অর্থনীতিকে সাজিয়ে তুলতে দুজনেই গুরুত্বপূর্ণ। তাই দুইয়ের যথার্থ মেলবন্ধনেই গড়ে উঠবে নতুন পশ্চিমবঙ্গ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

নগর উন্নয়ন

রাস্তা কেবল
মানুষের চলার পথ নয়
রাস্তা আসলে
অর্থনীতির এগোনোর সড়ক।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

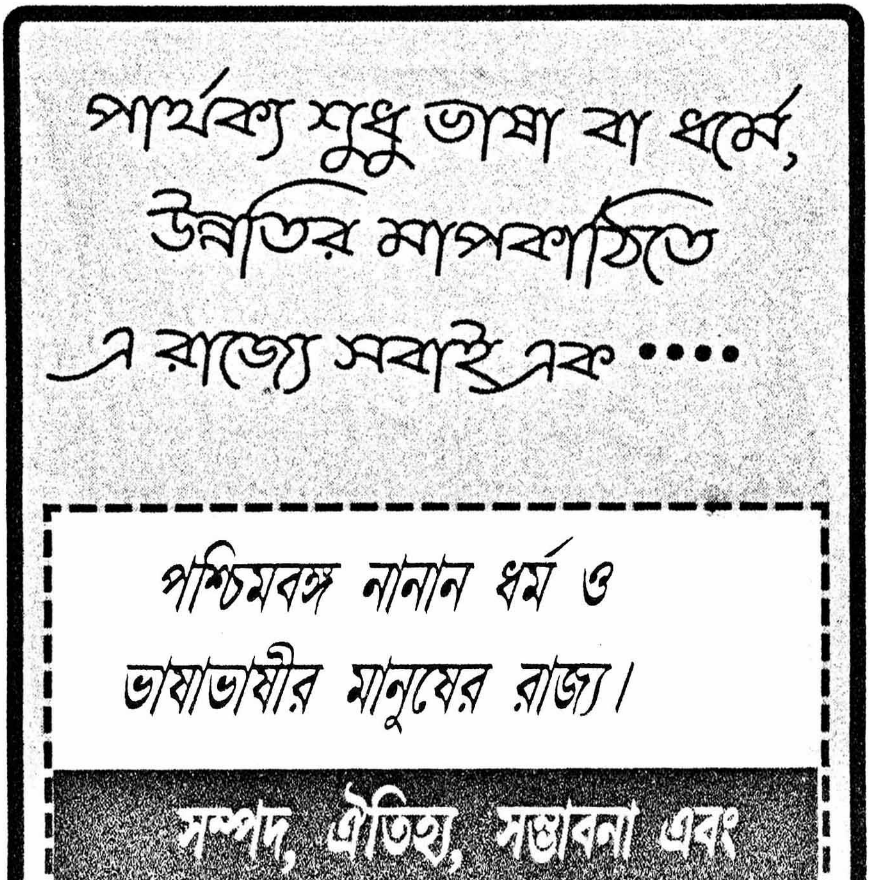
পার্থক্য শুধু ভাষা বা ধর্মে,
উন্নতির মাপকাঠিতে
এ রাজ্যে সবাই এক ....
পশ্চিমবঙ্গ নানান ধর্ম ও
ভাষাভাষীর মানুষের রাজ্য।
সম্পদ, ঐতিহ্য, সম্ভাবনা এবং
সাম্প্রদায়িকতার এক অপূর্ব মিলন ক্ষেত্র।
তাই উন্নয়নে ..... জাতি, ধর্ম
নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার।
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

গন্তব্য পশ্চিমবঙ্গ

তথ্য প্রযুক্তিতে দেশের মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে থাকা একটা রাজ্য

নিজস্ব কর্মকৌশলে পশ্চিমবঙ্গ আজ সফট্‌ওয়ার এমন কি হার্ডওয়ার শিল্পে অভূতপূর্ব সাড়া ফেলেছে। দেশের বিভিন্ন অগ্রণী সংস্থা এ রাজ্যে বিনিয়োগ করে কাজ শুরু করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গে সফট্‌ওয়ার রপ্তানী বৃদ্ধির হার ৭০% যেখানে সারা দেশের হার ৩৬%। ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থার অবদান ৪০%।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

গন্তব্য, পরের প্রজন্ম

Regd. No. RN/37318/81 MARXBADI PATH February, 2006, Vol. 25. No.3

জ্যোতি বসুর নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ

পঞ্চম ও সর্বশেষ খণ্ড প্রকাশিত বইমেলায়। ১৫০·০০

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি : **শ্যামল চক্রবর্তী**

সম্পাদক : **অঞ্জন বেরা**

অগণিত নেতা, কর্মী, সমর্থক, দরদীদের বিপুল আত্মত্যাগের বিনিময়ে এদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন শক্তিশালী হয়েছে। বিশেষ করে অবিভক্ত বঙ্গদেশ ও পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট আন্দোলনের জননেতা ও নেত্রীদের জীবনী ও তাঁদের সম্পর্কে স্মৃতিচারণে সমৃদ্ধ বই।

আমাদের পূর্বসূরীরা : প্রয়াত নেতৃবৃন্দের জীবনী

সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ।

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি : **শ্যামল চক্রবর্তী**।

সম্পাদক : **তন্ময় ভট্টাচার্য**।১২৫·০০

বাংলা ভাষায় মার্কসবাদ চর্চার গোড়াপত্তন হয়েছিল যাঁদের হাতে রেবতী বর্মণ তাঁদের অন্যতম। মার্কসবাদী প্রকাশনার জগতেও তিনি এক অগ্রদূত। প্রায় বিস্মৃত এই মানুষটিকে নিয়ে স্মারক গ্রন্থ, রয়েছে তাঁকে কাছ থেকে দেখা বিশিষ্টজনের স্মৃতিচারণ, তাঁর কিছু দুষ্প্রাপ্য রচনার পুনর্মুদ্রণ।

কমরেড রেবতী বর্মণ স্মরণে

সম্পাদক **অরুণ চৌধুরী**। ৫০·০০

রবীন্দ্রনাথ যাঁদের বলেছিলেন, 'সভ্যতার পিলসুজ', সমাজের সেই মেহনতী জনতার কথা বারে বারে স্থান পেয়েছে বাংলা গল্পে। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে ৬২ জন প্রয়াত লেখকের মোট ৬৩টি বাছাই গল্পের সংকলন। সঙ্গে সংক্ষিপ্ত লেখক পরিচিতি।

শ্রমজীবী মানুষের গল্প

সম্পাদনা : **সৌমিত্র লাহিড়ী**। ২০০·০০

রুখে দাঁড়িয়েছে লাতিন আমেরিকা। নয়া উদারনীতির আঘাত প্রথম এসেছিল ঐ মহাদেশেই। এখন একের পর এক দেশ সাম্রাজ্যবাদী আর্থিক নীতির বিরুদ্ধে নির্বাচিত করছে প্রগতিশীল সরকার। সেই লাতিন আমেরিকাকে চেনাবে এই বই।

প্রতিরোধ প্রতিস্রোত

লাতিন আমেরিকা

শান্তনু দে। ৪০·০০

বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

চতুর্থ খণ্ড।

প্রধান সম্পাদক : **অনিল বিশ্বাস**। ২০০·০০

প্রাক ইতিহাস, সিন্ধু সভ্যতা, বৈদিক যুগ-এর পর এবার এই সিরিজে প্রকাশিত হলো।

মৌর্যযুগের ভারতবর্ষ

ইরফান হাবিব ও বিবেকানন্দ ঝা। ৬৫·০০

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমকালকে নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক বই।

বঙ্গভঙ্গের পূর্বাপর

বাসুদেব চট্টোপাধ্যায় ৩৫·০০

শহীদ ক্ষুদিরাম সম্পর্কে নতুন তথ্যে সমৃদ্ধ শিশু, কিশোর, নবসাক্ষরসহ যে কোনো উৎসাহী পাঠকের পক্ষে উপযুক্ত একটি জীবনী।

অগ্নিকিশোর ক্ষুদিরাম

জলধর মল্লিক। ৪০·০০

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩

২, সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১২

Rs. Ten Only

Editor : ANIL BISWAS

Office : Muzaffar Ahmad Bhaban, 31, Alimuddin Street, Kolkata-700016